গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ভবন
১০৮, মতিঝিল বা/ এ, ঢাকা-১০০০।
www.dyd.gov.bd/ যুউঅ.বাংলা

স্মারক নং-৩৪.০১.০০০০. ০০৫.২৭.০৭৫.২৩(অংশ)- ২৫২৫ তারিখ : ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ / ০১ ডিসেম্বর ২০২৪

বিষয় : **অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নভেম্বর, ২০২৪ মাসের অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন এসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ০৮ (আট) পাতা।

০১.১২.২০২৪

(ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান)
মহাপরিচালক(গ্রেড-১)
ফোন : ০২-২২৩৩৮৯৩৮৯
ই-মেইল: dg@dyd.gov.bd

সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

D/S/অভিযোগ নিষ্পত্তি1

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মাসিক প্রতিবেদন
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

মাসের নাম: নভেম্বর ২০২৪

বর্তমান মাসে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা		মোট (১+২)	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট অভিযোগের আপিল সংক্রান্ত তথ্য
পত্র/ দরখাস্ত যোগে	অনলাইনে					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	০৫(পাঁচ)	০৫(পাঁচ)	০৫(পাঁচ)	০১। অভিযোগকারী: জনাব মোঃ সজিব, মোবাইল: ০১৭০০-৫৬৭৮৮৫, বগুড়া আঞ্চলিক যুব উন্নয়নের প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসনে পানি ও টয়লেট অপরিষ্কার মর্মে অভিযোগ করেন। সংশ্লিষ্ট অভিযোগকারী জনাব মোঃ সজিব, মোবাইল: ০১৭০০-৫৬৭৮৮৫। তিনি নাটোর জেলার বাসিন্দা। আবেদনকারীর সাথে ১৯/১১/২০২৪খ্রি. বিকেল ৪.০০ টায় টেলিফোন যোগে কথা হয়েছে। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক, বগুড়ার আওতায় যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থী। বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্রের আবাসিক হলটিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অবস্থান করছে। এ প্রেক্ষিতে বগুড়া যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আবাসিক হলে তাঁদের আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁদের আবাসিক থাকার হলের টয়লেট একবারে অপরিস্কার ও ব্যবহারের অনুপযোগী মর্মে জানান। এ বিষয়ে উক্ত কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর মহোদয়ের সাথে ফোনযোগে কথা হয়েছে। তিনি উক্ত কেন্দ্রের টয়লেটগুলো দ্রুত পরিষ্কারের ব্যবস্থা নিবেন মর্মে জানান। পরবর্তীতে অভিযোগকারী মোঃ সজিব এর সাথে ২১/১১/২০২৪ খ্রি. তারিখে ফোনযোগে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান যে, ইতোমধ্যে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের টয়লেটগুলো ব্যবহারের উপযোগী করা হয়েছে।	-	-
				০২। অভিযোগকারী: নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বাথরুম ও পানির অব্যবস্থা মর্মে অভিযোগ করেন। সংশ্লিষ্ট অভিযোগকারী নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক, বগুড়ার আওতায় যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থী। বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্রের আবাসিক হলটিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অবস্থান করছে। এ প্রেক্ষিতে বগুড়া যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আবাসিক হলে তাঁদের আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁদের আবাসিক থাকার হলের টয়লেট অপরিস্কার ও ব্যবহারের অনুপযোগী। এ বিষয়ে উক্ত কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর মহোদয়ের সাথে ফোনযোগে কথা হয়েছে। তিনি উক্ত কেন্দ্রের টয়লেটগুলো দ্রুত পরিষ্কারের ব্যবস্থা নিবেন মর্মে জানান। বগুড়া যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর মহোদয়ের সাথে ফোনযোগে কথা হলে তিনি জানান যে, ইতোমধ্যে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের টয়লেটগুলো ব্যবহারের উপযোগী করা হয়েছে।	-	-
				০৩। অভিযোগকারী: জনাব ইস্রাফিল আহমেদ মাহিন, মোবাইল: ০১৫৭৭-০৭৪১৮৫, একটাবার পরেন মর্মে অভিযোগ করেন। সংশ্লিষ্ট অভিযোগকারী জনাব ইস্রাফিল আহমেদ মাহিন, মোবাইল: ০১৫৭৭-০৭৪১৮৫। তিনি ঢাকা শহরের বাসিন্দা। আবেদনকারীর সাথে ১৯/১১/২০২৪খ্রি. দুপুর ২.১০ মিনিটে টেলিফোন যোগে কথা হয়। তিনি জানান যে, ৫ আগস্ট ২০২৪ এর পর থেকে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ট্রাফিকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে যারা ট্রাফিকের দায়িত্ব পালন করেছেন তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ট্রাফিক পুলিশের পদে খন্ডকালীন নিয়োগ প্রদান করা হচ্ছে মর্মে জানান। এ বিষয়ে তাঁকে তার এলাকায় যারা অন্তর্বর্তীকালীন ট্রাফিক এর দায়িত্ব পালন করেছেন। উক্ত এলাকার টিম লিডারের সাথে যোগাযোগ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।	-	-

বর্তমান মাসে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা		মোট (১+২)	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট অভিযোগের আপিল সংক্রান্ত তথ্য
পত্র/ দরখাস্ত যোগে	অনলাইনে					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
				০৪। অভিযোগকারী: জনাব মোঃ ওমর ফারুক, মোবাইল: ০১৫১৭-০৮৮৭৮০, যুব উন্নয়নে যানবাহনে চালনা প্রশিক্ষণে ব্যাপক অনিয়ম এবং দুর্নীতি মর্মে অভিযোগ করেন। সংশ্লিষ্ট অভিযোগকারী জনাব মোঃ ওমর ফারুক, মোবাইল: ০১৫১৭-০৮৮৭৮০। তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলার বাসিন্দা। আবেদনকারীর সাথে টেলিফোন নাম্বার (০২-২২৩৩৮৭৭৭৩) যোগে অনেকবার চেষ্টা করেও যোগাযোগ করা যায়নি। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণে ব্যাপক অনিয়ম এবং দুর্নীতির বিষয়ে জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, সহকারী পরিচালক, চুয়াডাঙ্গা এর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান যে, যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে কোন টাকা নেয়া হয়নি। বর্তমানেও নেয়া হয়না যা সম্পূর্ণ ফ্রি ভাবে শেখানো হয়। প্রশিক্ষণ শেষে সরকারী খরচে তার লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য বিআরটিএ এর মাধ্যমে প্রসেস করা হয়। ড্রাইভিং এর জন্য বিআরটিএ লিখিত পরীক্ষা ও ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তীর্ণ প্রার্থীগণকে অনলাইনে ফলাফল জানান। স্মার্ট কার্ড পেতে দেরী হওয়ার কারণ কি তাহা বিআরটিএ অফিসের এখতিয়ার। এখানে যুব উন্নয়ন এর কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। তাই অভিযোগ কারীর অভিযোগটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট এবং হয়রানি মূলক মর্মে জানান।	-	-
				০৫। অভিযোগকারী জনাব আকরাম, মোবাইল: ০১৬২১-৭৮৯৮৩৩, ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ করতে আসা ছাত্রদের ভাতা নিয়ে দুর্নীতি মর্মে অভিযোগ করেন। সংশ্লিষ্ট অভিযোগকারী জনাব আকরাম, মোবাইল: ০১৬২১-৭৮৯৮৩৩। তিনি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর বাসিন্দা। অভিযোগকারীর সাথে ২৭/১১/২০২৪খ্রি. তারিখ বিকাল ৪:০০ টায় টেলিফোন যোগে কথা হয়েছে। তিনি জানান উপপরিচালকের কার্যালয়ের আওতায় যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্পের একজন প্রশিক্ষণার্থী। তিনি চলমান ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থী। প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তি হতে হলে ১,০০০/- টাকা দিয়ে ভর্তি হতে হয়। আমাদের ভাতার টাকা সব মেরে দেয় দুইজন প্রশিক্ষক। সংশ্লিষ্ট জেলার সহকারী পরিচালক জনাব কাজী আব্দুল আলীম এর সাথে এ বিষয়ে জানতে যাওয়া হলে তিনি লিখিত মতামত প্রদান করেন। ২৫তম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে আকরাম নামক জনৈক প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি হয় নাই। প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর লিখিত সনদপত্র স্বাক্ষরের জন্য প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। প্রেরিত সনদপত্র স্বাক্ষরিত হয়ে আসলে মাস শেষে ভাতা সংশ্লিষ্ট বিল তৈরি করে হিসাবরক্ষণ অফিসে প্রেরণ করার পর বিল অনুমোদিত হলে তা উত্তোলনপূর্বক সনদপত্র ও ভাতা বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। বিআরটিএ কর্তৃক প্রশিক্ষণার্থীদেরকে চূড়ান্ত পরীক্ষা নির্ধারণ করার পর চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া প্রশিক্ষণার্থীদেরকে লাইসেন্স ফি প্রদান করা হয়। অভিযোগকারী উল্লিখিত বিষয়াদি না জানার কারণে এবং উক্ত কোর্সে ভর্তি হতে না পারায় এ ধরণের অভিযোগদায়ের করেছেন।	-	-

২৬/১২/২৪
আবু সাঈদ মোঃ শাহীনুর খান
সহকারী পরিচালক (শৃঙ্খলা)

২৬/১২/২৪
(মো: মিজানুর রহমান)
উপপরিচালক (প্রশাসন-২)
ও
অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
অভিযোগ প্রতিকার-সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন

নভেম্বর-২০২৪

অভিযোগ প্রতিকারের সার-সংক্ষেপ

বিবেচ্য মাসে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা			পূরবর্তী মাসের জের	মোট অভিযোগ	অন্য দপ্তরে প্রেরিত	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	চলমান অভিযোগ		অভিযোগ নিষ্পত্তির হার (%)
ওয়েবসাইটের মাধ্যমে	প্রচলিত পদ্ধতিতে	স্বপ্রণোদিত ভাবে গৃহীত					নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়নি	নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	
(ক)	(খ)	(গ)	(ঘ)	(ঙ)	(চ)	(ছ)	(জ)	(ঝ)	(ঞ)
১১	০	০	০০	১১	০৬	০৫	০৫	০	১০০%

আপিল নিষ্পত্তির সার-সংক্ষেপ

বিবেচ্য মাসে প্রাপ্ত আপিলের সংখ্যা	পূরবর্তী মাসের জের	মোট আপিল	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত আপিলের সংখ্যা	চলমান আপিলের সংখ্যা		আপিল নিষ্পত্তির হার (%)
				নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়নি	নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	
(ক)	(খ)	(গ)	(ঘ)	(ঙ)	(চ)	(ছ)
০	০	০	০	০	০	০

আবু সাঈদ মোঃ শাহীনুর খান
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

মোঃ মিজানুর রহমান
উপপরিচালক (প্রশাসন-২)